সাতদিন

৭ মার্চ : ঢাকা-চট্টগ্রাম রেলপথের পূবাইল রেলস্টেশনে দুটি মালবাহী ট্রেনের সংঘর্ষে একজন নিহত। একটি ইঞ্জিনসহ দুটি ট্রেনের ১৮টি ওয়াগন লাইনচ্যুত হয়।

৮ মার্চ : আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন। হাতীবান্ধা সীমান্তে বিডিআর-বিএসএফ বৈঠক ব্যর্থ। তীব্র উত্তেজনায় এলাকাবাসী পালাচ্ছে।

৯ মার্চ : জগন্নাথ কলেজে ছাত্রদল-ছাত্রলীগের সঙ্গে ছাত্রশিবিরের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ।

দেশব্যাপী এসএসসি, দাখিল ও কারিগরি পরীক্ষা শুরু।

১০ মার্চ : বাংলাদেশ ও ভারতের চার সীমান্ত এলাকায় বিডিআর-বিএসএফ মুখোমুখি।

ঢাকায় দুদিনব্যাপী যুক্তরাজ্য শিক্ষামেলা শুরু।

১১ মার্চ : রাজশাহীতে বিল থেকে দুটি তাজা গ্রেনেড ও রংপুরে বোমা উদ্ধার।

খুলনায় ছাত্রদল-শিবির সংঘর্ষে আজম খান কলেজ রণক্ষেত্র। উভয় পক্ষের ২৫ নেতাকর্মী আহত।

১২ মার্চ : এসএসসি পরীক্ষায় সারাদেশে দেড় শতাধিক পরীক্ষার্থী বহিষ্কৃত।

১৩ মার্চ : রাজবাড়িতে পুলিশের সঙ্গে বন্দুক যুদ্ধে ৪ চরমপন্থি নিহত।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, বোমা ও গ্রেনেড হামলা, হত্যাকান্ড ও জোট সরকারের পদত্যাগ দাবিতে গণঅনাস্থা মানব প্রাচীর কর্মসূচি শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়।

†MÖvikZ 9 fviZxq

রাজনীতির জটিল হিসাব

দেশের রাজনৈতিক অঙ্গন ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে যাচ্ছে। জোট সরকার ক্রমেই যেন অসহিষ্ণু হয়ে উঠছে। নানা কাজে অপরিকল্প পদক্ষেপ তাদের আরো বিতর্কিত করে তুলছে। বিরোধী দল হরতালের রাজনীতি থেকে কিছুটা সরে এলেও নেপথ্যে নানা হিসাব কষছে। রাজনীতিতে চলছে ভাঙা-গড়ার খেলা।

দেশে জঙ্গি মৌলবাদের উত্থান, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, তীব্র বিদ্যুৎ সংকটে সরকার বেশ বেকায়দায়। জোটে জামায়াত, ইসলামী ঐক্যজোট মুখোমুখি। কার্যত এসব থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিতেই লাকসামের নাটক সৃষ্টি করা হলো। গোয়েন্দা সংস্থা মিডিয়াকে চমক খবর দিল প্রধানমন্ত্রীর জনসভায় মঞ্চ নির্মাণে কর্মরত ৯ ভারতীয় শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে। নিরাপত্তাজনিত কারণে প্রধানমন্ত্রী লাকসামের জনসভা স্থগিত করেন। অথচ জনসভায় সুন্দর মঞ্চ করার জন্য ত্রিপুরার আগরতলা থেকে বিএনপি নেতা স্বপন সাহা তাদের ভাড়া করে এনেছিলেন। সীমান্তে দুই প্রান্তে প্রায় শ্রমজীবী মানুষেরা কাজের সন্ধান করে। অথচ এ কথা জেনেও পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে জিজ্ঞাসাবাদ করছে। ষড়যন্ত্রের তথ্য উদ্‌ঘাটন করার চেষ্টা করছে।

এদিকে বিরোধী শিবিরে চলছে জোটের নানা হিসাব। আওয়ামী লীগ হরতাল কর্মসূচি না দিয়ে মানববন্ধনের মতো কর্মসূচি দিয়েছে। এ মানববন্ধনে প্রচুর লোকসমাগম হয়েছে। যদিও তাদের ২৭ মার্চ হরতাল কর্মসূচি রয়েছে। তবে আওয়ামী লীগের উচিত হরতাল থেকে সরে জনকল্যাণে কর্মসূচি দেয়া। একটি সূত্রে জানা গেছে, আওয়ামী লীগ তাদের জোটের পরিধি আরো বাড়াতে যাচ্ছে। এখন দেশের স্বাধীনতা বিশ্বাসী সব দলকে নিয়ে তারা জোট গঠনে তৎপর। তারা নির্বাচন পদ্ধতি এবং তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংস্কারের দাবিতে বৃহত্তর ঐক্য গড়ে তুলতে চায়। জাতীয় পার্টিও জোট গঠন করে মাঠে নামার চেষ্টা করছে। রাজনীতিতে চলছে জটিল হিসাব। সব রাজনৈতিক দলই আগামী নির্বাচনের ভোটের হিসাব করছে। তাদের ডামাডোলে আসমা কিবরিয়ার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ কর্মসূচি মলিন হয়ে পড়ছে।

তবে রাজনৈতিক দলগুলো জনগণের ওপর নয়, বিদেশী কূটনীতিকদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। তারা ভাবছে বিদেশী শক্তি তাদের ক্ষমতায় নিয়ে যাবে, টিকিয়ে রাখবে। কার্যত জনগণের ওপর আস্থা হারিয়ে দিগ্‌ভ্রান্ত আচরণ করছে তারা।

সংকটে ঢাকা মেডিকেলের

বার্ন ইউনিট

আগুন ও এসিডদগ্ধ রোগীদের জন্য দেশের একমাত্র বিশেষায়িত চিকিৎসা কেন্দ্র ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ও প্লাস্টিক সার্জারি ইউনিটটি নানা সমস্যায় জর্জরিত। ফলে চিকিৎসাসেবা মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে। ২০০৪ সালের ১৫ মার্চ চালু হওয়া ৫০ শয্যাবিশিষ্ট হাসপাতাল প্রকল্পটিতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক ডাক্তার, নার্স ও অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারী নেই। প্রকল্প শুরু হওয়ার আগে বিভিন্ন পদে নিয়োগ দেয়া হয় ২০০৩ সালের ৩০ ডিসেম্বর। সে সময় নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে বিভিন্ন পদে যতসংখ্যক লোক চাওয়া হয় ততসংখ্যক নিয়োগ দেয়া হয়নি। প্রার্থীস্বল্পতা এবং আবেদনকারীদের যোগ্যতার অভাবে তখন সবগুলো পদে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হয়নি বলে হাসপাতাল সূত্র জানায়। প্রকল্প পরিচালকের কার্যালয় থেকে বিভিন্ন সময় স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে অবহিত করা হলেও এখন পর্যন্ত সেসব শূন্যপদে নিয়োগ দেয়া হয়নি। কয়েক মাস আগে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে শূন্যপদে লোক নিয়োগদানের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানানো হলেও এখন পর্যন্ত মন্ত্রণালয় থেকে কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। বর্তমানে ডাক্তারের পদ শূন্য আছে পাঁচটি, নার্সের চৌদ্দটি। হাসপাতালে স্থায়ী চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারী নেই। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে ডেপুটেশনে আনা মাত্র ১০ জন কর্মচারী দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। এখানে নেই কোনো নিরাপত্তা প্রহরী। তথ্য কেন্দ্র বা অনুসন্ধান কেন্দ্র না থাকায় রোগী বা দর্শনার্থীদের কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তি বা কক্ষ খুঁজে পেতে বেশ ঘুরতে হয়। আউটডোরে ডাক্তারস্বল্পতার কারণে রোগীদের দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করতে হয়। জরুরি রোগীদের তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসা পাওয়ার উপায় নেই। হাসপাতালে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম থাকা সত্ত্বেও ডাক্তার স্বল্পতার কারণে অপারেশনের ডেট পেতে রোগীদের দিনের পর দিন অপেক্ষা করতে হয়। অনেক সময় নির্ধারিত তারিখেও অপারেশন সম্ভব হয় না। হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সঙ্গে থাকা আত্মীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, রাতের বেলা কোনো ডাক্তার পাওয়া যায় না। হাসপাতাল থেকে কোনো ওষুধও দেয়া হয় না। সব ওষুধ বাইরে থেকে কিনতে হয়। এছাড়া ডাক্তার ও কর্মচারীরা সময়মতো হাসপাতালে আসেন না। তাদের সময়মতো হাসপাতালে আসার নির্দেশ দিয়ে প্রকল্প পরিচালক গত ১৭ ফেব্রুয়ারির একটি নোটিশ দিয়েছেন। এ প্রকল্পের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থও পুরোটা পাওয়া যাচ্ছে না। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের আমলাতান্ত্রিক জটিলতার কারণে এমন হয় বলে জানা গেছে। অর্থের অভাবে বার্ন ইউনিট প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করতে পারছে না। এছাড়া প্রশাসনে কোনো লোক না থাকায় ডাক্তারদেরই প্রকল্পের প্রশাসনিক দায়িত্বগুলো পালন করতে হচ্ছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে এ প্রকল্পের সমস্যাগুলোর ব্যাপারে খোঁজ-খবর নেয়া হচ্ছে। প্রয়োজনীয় লোকবলের তালিকা তৈরি করে ইতিমধ্যে সেখানে প্রকল্প পরিচালকের অফিস থেকে কাগজপত্র পাঠানো হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক ডা. সামন্তলাল সেন বলেন, লোকবলের অভাবে চিকিৎসাসেবা ব্যাহত হচ্ছে, যা খুবই দুঃখজনক। যদি প্রয়োজনীয় লোক নিয়োগ দেয়া হয় এবং প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ পুরোটাই পাওয়া যায় তবে বার্ন ইউনিট চিকিৎসাসেবায় আমাদের দেশের জন্য এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে সক্ষম হবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাহফুজুর রহমান

mwg Lvb AvšRwwZK fv‡e ci ‹Z

‘সাপ্তাহিক ২০০০’-এর চট্টগ্রাম প্রতিনিধি সুমি খানকে ২০০৫-এর পহেলা মার্চ লন্ডনের বিখ্যাত সিটি হলে ‘ইনডেক্স অন সেন্সরশিপ’-এর পক্ষ থেকে ‘২০০৫ ইনডেক্স/গার্ডিয়ান হুগো ইয়ং অ্যাওয়ার্ড ফর জার্নালিজম’-এ ভূষিত করা হয়। জোনাথন ফ্রিডল্যান্ড সুমি খানের হাতে অ্যাওয়ার্ডটি তুলে দেন। মতপ্রকাশের স্বাধীনতার জন্য ‘ইনডেক্স অন সেন্সরশিপ’ প্রতি বছর এ অ্যাওয়ার্ডের আয়োজন করে থাকে। হুগো ইয়ং নামে একজন সাংবাদিকের মৃত্যুর পর থেকে তার নামে গত পাঁচ বছর ধরে তারা এ পুরস্কার নিয়ে আসছে। পৃথিবীজুড়ে মুক্ত সাংবাদিকতাকে উৎসাহিত করাই তাদের মূল উদ্দেশ্য।

এবার সারা পৃথিবী থেকে মোট চারজন সাংবাদিককে এই পুরস্কারের জন্য মনোনীত করা হয়। এরা হলেন- পল কামারা (সিয়েরা লিওন), সুমি খান বাংলাদেশ, দেইদা হায়দারা (গাম্বিয়া) এবং দাউইদ ইসহাক (ইরিত্রিয়া)। আর এতে বিচারকের দায়িত্ব পালন করেন শিক্ষা ও মেধায় বিশ্বের সর্বোচ্চ সম্মানিত ৭ জন ব্যক্তি।

পুরস্কার গ্রহণের পর সুমি খান তাঁর বক্তব্যে বলেন, ‘সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে আমি এ পেশায় কাজ করছি। পুরস্কারটাকে তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না। তবে প্রতিকূল বিশ্বে সৎ সাংবাদিকতা এগিয়ে নিতে ‘ইনডেক্স অন সেন্সরশিপ’ এবং গার্ডিয়ানের এ উদ্যোগ নিঃসন্দেহে বিশাল অনুপ্রেরণার। এজন্য তিনি অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বলেন, এ পুরস্কারের সব কৃতিত্ব পাঠক এবং বিশ্বের নিবেদিতপ্রাণ সব সাংবাদিকের।

প্রতিবাদ এবং প্রতিবেদকের বক্তব্য

সাপ্তাহিক ২০০০-এর বর্ষ ৭, সংখ্যা ৪২ (১১ মার্চ ’০৫) প্রকাশিত ‘পবন কাহিনী মূল বিষয় মাদক ব্যবসা’ শীর্ষক প্রতিবেদনের একটি অংশের প্রতিবাদ জানিয়েছেন আরমানিটোলার গোবিন্দ দাস লেনের বাসিন্দা নাদিম। তার স্বাক্ষরিত প্রতিবাদপত্রে বলা হয়েছে, আমি মাসুম ভ্যারাটিজ স্টোরের মালিক নই এবং সোহেলের কোনো কর্মকান্ডের সঙ্গে আমার কোনোই সম্পৃক্ততা পূর্বেও ছিল না এবং কখনোই নেই। যে বা যারাই এ তথ্য আপনার সংবাদপত্রে পাঠিয়েছে তা কেবল বিভ্রান্তিমূলকই নয়, বরং একজন সম্মানিত ব্যক্তিকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্যই করেছে মাত্র।

প্রতিবেদকের বক্তব্য : সাপ্তাহিক ২০০০-এর প্রকাশিত প্রতিবেদনটি সরেজমিন অনুসন্ধান ও স্থানীয় জনসাধারণের সঙ্গে কথা বলেই করা হয়েছে। তাছাড়া প্রতিবেদনে প্রকাশিত ‘ফেন্সী সোহেল ও নাদিম দুই আপন সহোদর’-এই তথ্যটি প্রতিবাদকারী অস্বীকার করেননি।

জনস্বার্থে মামলা

মিডিয়ার ভূমিকা

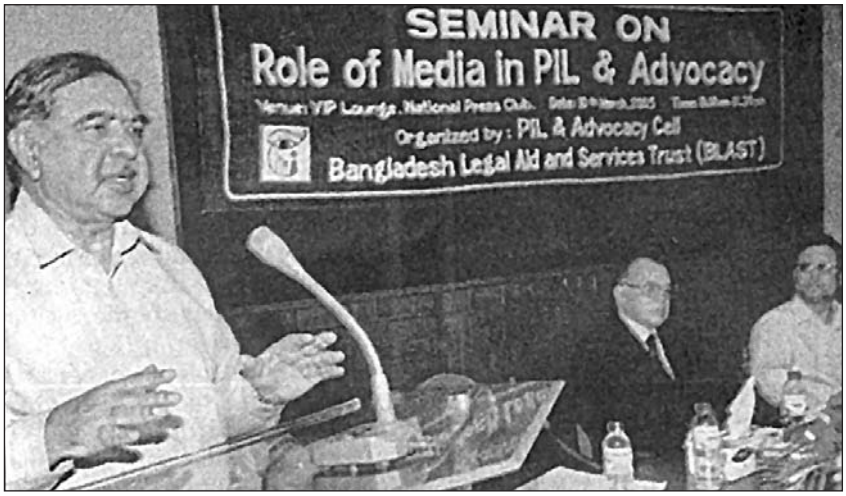

জনস্বার্থে মামলা ও অ্যাডভোকেসি তথা সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা, অবদান ও করণীয় বিষয়গুলো নিয়ে জাতীয় প্রেসক্লাবে গত ১০ মার্চ এক মনোমুগ্ধকর সেমিনার হয়ে গেলো। বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) সেমিনারটির আয়োজন করেছিল। Role of Media in PIL & Advocacy শীর্ষক এই সেমিনারটিতে প্রধান অতিথি ছিলেন ব্লাস্টের চেয়ারম্যান ড. কামাল হোসেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিচারপতি নঈমউদ্দিন আহমেদ ও বিশিষ্ট সাংবাদিক আতাউস সামাদ। দৈনিক সংবাদের নির্বাহী সম্পাদক মঞ্জুরুল আহসান বুলবুলের পরিচালনায় সেমিনারে মিডিয়ার ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন সাংবাদিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক শাহ আলমগীর, দৈনিক প্রথম আলোর চিফ রিপোর্টার প্রভাষ আমিন, সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা, ডেইলি স্টারের প্রধান প্রতিবেদক জায়েদুল হাসান পিন্টু ও ইউএনবির সিনিয়র রিপোর্টার ফারুক কাজী।

এ ছাড়া সেমিনারে জনস্বার্থে মামলায় মিডিয়ার ভূমিকার ওপর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডেইলি নিউ এজের বিশেষ প্রতিবেদক শহীদুজ্জামান এবং সিআইএল অ্যান্ড অ্যাডভোকেসি শাখার সেল প্রধান সোমা ইসলাম। সেমিনারে প্রধান অতিথি ড. কামাল হোসেন তার বক্তব্যে বলেন, বর্তমান প্রেক্ষাপটে জনস্বার্থে মামলা ও সমাজে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মিডিয়ার ভূমিকা অনস্বীকার্য। দেখা যায়, কোনো কোনো অন্যায় বিষয় প্রতিকারের ব্যবস্থায় সমাজের সাধারণ মানুষ এগিয়ে আসে না। সে ক্ষেত্রে সাংবাদিকরা পত্রিকার মাধ্যমে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ক্রমানুসারে সাংবাদিকরা এ বিষয়টির ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন। যার ফলে রিট পিটিশনের সংখ্যা আগে যেখানে ২০০-৩০০ ছিল সেখানে এক থেকে দুই হাজার। ব্যাপারটা ইতিবাচক।

বিচারপতি নঈম উদ্দিন আহমেদ জনস্বার্থে মামলা বিষয়ে বলেন, 'এ জাতীয় মামলা সর্বপ্রথম হয় ইংল্যান্ডে। বর্তমানে জনস্বার্থে মামলার ব্যাপারটি সমগ্র বিশ্বেই ছড়িয়ে পড়েছে। বিষয়টি অবশ্যই ইতিবাচক, তবে বিড়ম্বনাও আছে। অনেক সময় মিডিয়ার কারণে অল্প সাজার দন্ডপ্রাপ্ত আসামির বড় ধরনের সাজা

ফলোআপ : ডিজেল পাচার

আত্মগোপনে পাচারকারীরা

মামুন রহমান *যশোর থেকে*

বেনাপোল সীমান্তের দৃশ্যপট পাল্টে গেছে। বদলে গেছে বেনাপোল ট্রাক টার্মিনালের চিত্রও। সাপ্তাহিক ২০০০-এ ডিজেল পাচারের ওপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হওয়ার পর চোরাচালানিরাও কোণঠাসা অবস্থায় রয়েছে। চুপচাপ রয়েছে বেনাপোলের চোরাচালানি চক্রটিও। তবে দুর্ভোগ কমেনি কৃষকের, বরং বেড়েছে। ডিজেল চোরাচালান রোধে বিডিআর ব্যাপক কড়াকড়ি করায় প্রায়ই তাদের রাস্তায় হয়রানি ও নাজেহাল হতে হচ্ছে। আর অবস্থা পর্যবেক্ষণ করছে গডফাদাররা।

গত ২৫ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত সাপ্তাহিক ২০০০-এ বেনাপোল সীমান্ত দিয়ে ডিজেল চোরাচালানের ওপর একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদন ছাপা হয়। প্রতিবেদনটি ব্যাপক আলোচিত হয় আন্ডারওয়ার্ল্ড ও প্রশাসনে। প্রথম দফায় আনা সাপ্তাহিক ২০০০-এর সব কপি শেষ হয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয় দফায় ঢাকা থেকে আরো পত্রিকা আনা হয় বলে এজেন্টরা জানান। তাতেও চাহিদা মেটেনি। গ্রামাঞ্চলে থাকা গডফাদার ও চোরাচালানিরা ফটোকপি সংগ্রহ করে প্রতিবেদনটি পড়ে।

এদিকে প্রতিবেদন প্রকাশিত হওয়ার পর প্রশাসনেরও টনক নড়ে। বিশেষ করে বিডিআর সীমান্তে কড়াকড়ির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। চুক্তির কারণে তারা চোরাচালানিদের ডিজেল পাচারে যে ছাড় দিত তাও বন্ধ করে দেয়। এছাড়া বেনাপোল ট্রাক টার্মিনালেও পুলিশ-বিডিআরের টহল জোরদার করা হয়। ব্যাপক কড়াকড়ির কারণে ডিজেল পাচারকারীরা আত্মগোপন করেছে। তবে সাধারণ মানুষের ধারণা, তারা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। কিছুদিন গেলেই আবার তারা ডিজেল পাচার করবে। কারণ ওপারে ডিজেলের মূল্য আরো বাড়ানোর চিন্তা-ভাবনা চলছে। এদিকে কোনো কোনো এলাকায় আপাতত ডিজেল পাচার বন্ধ হয়ে গেলেও কৃষকের ভোগান্তি কমেনি। বিডিআর জওয়ানরা সেই আগের মতোই ডিজেলসহ রাস্তায় যাকে পাচ্ছে তাকেই ধরে ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছে। তাদেরকে ছাড়াতে দৌড়ঝাঁপ বেড়ে গেছে চেয়ারম্যান-মেম্বারদের। এতে কৃষকদের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। কারণ বিডিআর সেই আগের মতোই চোরাচালানিদের বাদ দিয়ে কৃষকদেরই নাজেহাল করছে।

হয়ে যায়। উদাহরণ হিসেবে তিনি পুলিশের আইজিপি শহুদুল হকের কথা বলেন। তিনি বলেন, আইজিপি সাহেব বিচারপতিকে সালাম দেননি। বিচারপতি সুয়োমোটো রুল জারি করলেন। পত্রিকা বড় বড় করে লিখল। আদালত তাকে চাকরি থেকে অব্যাহতিসহ জেল-জারিমানা করলেন। আদতে বিচারপতি শহুদুল সাহেবকে একটি শোকজ লেটার দিয়েই বিষয়টির সমাধান টানা যেতো। বলা যায়, ব্যাপক লোকমুখে খবরটি রটে যাওয়ায় শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।

বিশেষ অতিথি সাংবাদিক আতাউস সামাদ বলেন, এই মুহূর্তে দেশের রাজনৈতিক পরিবেশ খারাপ। এ রকম প্রেক্ষাপটে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সংবাদপত্র বড় ভূমিকা রাখতে পারে। সেই সঙ্গে ব্লাস্টের মতো মানবাধিকার সংস্থাও এগিয়ে আসতে পারে।

প্রথম আলোর চিফ রিপোর্টার প্রভাষ আমিন বলেন, ক্রসফায়ারে যাদের মারা হচ্ছে, আদৌ তারা মৃত্যু হওয়ার মতো অপরাধ করেছে কি না তা ভাবার অবকাশ আছে। যদিও সাধারণ মানুষ ক্রসফায়ার নিয়ে কিছু বলছে না, অনেক ক্ষেত্রে সমর্থন দিচ্ছে। এ ক্ষেত্রে সচেতন নাগরিক ও সংবাদপত্রের অগ্রণী ভূমিকার বিকল্প নেই।

সাপ্তাহিক ২০০০-এর নির্বাহী সম্পাদক গোলাম মোর্তোজা বলেন, সাধারণ মানুষ তার অধিকারের ব্যাপারে সচেতন নয়। এ ব্যাপারে আমরা সংবাদ মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ করলেও তাদের খুব বেশি সক্রিয় করতে পারছি না। এ ক্ষেত্রে ব্লাস্টসহ বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থা কাজ করতে পারে। তারা সাধারণ মানুষকে সচেতন করতে পারে। সকাল সাড়ে ১০টা থেকে শুরু হওয়া সেমিনারটি শেষ হয় দুপুর ২টায়। অতিথিদের বক্তব্যের পাশাপাশি উপস্থিত সাংবাদিকরাও সেমিনারে তাদের মতামত ব্যক্ত করেন। অনেকে আইনি জটিলতা বিষয়ে খোলামেলা আলোচনা করেন।

সাজেদুর রহমান

ভাওয়াল কোর্ট অব এসেস্ট-এর নামে ২০ কোটি টাকার জমি দখল!

রিপোর্ট : **জয়ন্ত আচার্য**

উত্তর ধানমন্ডির পান্থপথ সংলগ্ন সাড়ে পাঁচ বিঘা জমি একটি সংঘবদ্ধ চক্র ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস এসেস্টের নামে দখলে নেমেছে। আদালতের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা থাকার পরও ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কয়েকজন কর্মকর্তা দাঙ্গা পুলিশ ও স্থানীয় সন্ত্রাসীদের নিয়ে গত ১০ মার্চ জমি দখল নেয়ার চেষ্টা করে। সাইনবোর্ড ঝুলিয়ে দেয়। সংশ্লিষ্ট জমির ওপর পুলিশ ক্যাম্প বসিয়েছে।

গত ১৩ মার্চ ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা যায়, পুলিশ ও স্থানীয় সন্ত্রাসীরা যৌথভাবে বাড়ির সামনে ক্যাম্পে অবস্থান করছে। জমির মালিকেরা জানিয়েছে, তাদের নানাভাবে উচ্ছেদের ভয়ভীতি দেখাচ্ছে। তারা বেশ আতঙ্কে রয়েছে।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ১৯২৯ সালে রাধা শ্যাম বণিক ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস থেকে এ জমি ডাকপত্তন নেন। তিনি ৪২ বছর জমি ভোগ দখল করেন। ১৯৫২ সালে রহিম দাদ খাঁর কাছে দুটি সাফ কবলা দলিল মূলে বিক্রি করেন। তিনি আবার ১৯৬০ সালে জমিটি সাফ কবলা দলিল সূত্রে বিক্রি করেন। মরহুম আব্দুল খালেক খান, রমিজা খানম, আব্দুস সালাম খান, আব্দুস সাদেক খান, আব্দুস সামাদ খান একই পরিবারের পাঁচজনের নামে পাঁচটি দলিলে জমি ক্রয় করা হয়। পাকিস্তান আমলের এস এ, স্বাধীনতা-উত্তর আর এস দুটি রেকর্ডে এ জমির মালিক এ পাঁচজনকে দেখানো হয়। সম্প্রতি '৯৮ সালে অনুষ্ঠিত ভূমি জরিপের সময় হঠাৎই ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস এসে আপত্তি তোলে। পরবর্তীতে ভূমি জরিপ মামলার ৩০ ধারা, ৩১ ধারা, সিএমএম কোর্টেও জমির মালিকরা জয়ী হয়। সম্প্রতি ঢাকা সহকারী জজ আদালত নিষেধাজ্ঞা জারি করে বলেছেন, 'অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত বিবাদী কর্তৃক আইনগত পদ্ধতি ব্যতীত বাদীদের দখলীয় তফসিল বর্ণিত সম্পত্তিতে অনুপ্রবেশ করে বাদীদের শান্তিপূর্ণ ভোগদখল করা হতে বা বাধাবিঘ্ন সৃষ্টি করা হতে বিরত থাকার জন্য আদেশ প্রদান করা হল।' আদালতে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডস দাঙ্গা পুলিশ ও স্থানীয় সন্ত্রাসী নিয়ে দখলে যায় এবং ভীতিকর পরিবেশ সৃষ্টি করে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সাড়ে পাঁচ বিঘা এ জমির মূল্য ২০ কোটি টাকা। ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের কতিপয় অসাধু কর্মকর্তা, স্থানীয় কমিশনার, ক্ষমতাসীন বিএনপির প্রভাবশালী স্থানীয় নেতা, এই দখল প্রক্রিয়ায় সঙ্গে জড়িত। অভিযোগ রয়েছে, একজন প্রতিমন্ত্রীও নেপথ্যে কলকাঠি নাড়ছেন। জানা গেছে, জমির মালিকের পক্ষ থেকে আব্দুস সাদেক খান হুমকি ও জবরদখলের বিরুদ্ধে জিডি করতে গেলে থানা জিডি নেয়নি। ওপরের চাপ আছে বলে থানা থেকে তাকে জানানো হয়। তবে ভাওয়াল কোর্ট অব ওয়ার্ডসের এস্টেটের উর্ধ্বতন কর্মকর্তারা এ বিষয়ে কথা বলতে অস্বীকার করেন। জমির বর্তমান দখলি মালিকরা এ প্রতিবেদকের কাছে তাদের নিরাপত্তাহীনতার কথা জানিয়ে বলেছেন, তাদের প্রায়ই হুমকি দেয়া হচ্ছে। তারা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের নিরাপত্তা ও আদালতের প্রতি সম্মান দেখানোর দাবি করেছেন।

সন্ধানী হাসপাতাল

টেন্ডার জটিলতা

টেন্ডার সন্ত্রাস চলছে সন্ধানীতেও। ২০০৩ সালের নবেম্বর মাসে আধুনিক চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণের কথা থাকলেও আজ বাস্তবায়িত হয়নি সে কার্যক্রম।

২০০১ ও ২০০২ সালে সন্ধানী চক্ষুদান সমিতি পরিচালিত পরপর দুটি লটারিতে আয় হয় প্রায় আড়াই কোটি টাকা। লটারির উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক চক্ষু হাসপাতাল নির্মাণ করা। এ লক্ষ্যে সরকারের কাছ থেকে নীলক্ষেত বাকুশাহ মার্কেটের পেছনের ৫ শতাংশ খাস জমিও বরাদ্দ পায় সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদ ও সন্ধানী চক্ষুদান সমিতি।

জমিতে সমান অংশীদারিত্ব থাকলেও হাসপাতাল নির্মাণের খরচ বহন করবে চক্ষুদান সমিতি এবং পরবর্তীতে দুটি প্রতিষ্ঠান ভবনের বিভিন্ন ফ্লোরে ভাগাভাগি করে নেবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। উল্লেখ্য, সন্ধানী চক্ষুদান সমিতি, সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদের একটি অঙ্গ সংগঠন।

নবেম্বর ২০০৩-এ কাজ শুরুর কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত সেখানে কিছুই হয়নি। উপরন্তু ২ নবেম্বর ২০০৪ স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড. খন্দকার মোশাররফ হোসেনকে দিয়ে ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধন করা হয়। অথচ ভবনের নকশা প্রণয়ন ও নির্মাণ প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে কোনো কিছুই নির্ধারণ করা হয়নি। চক্ষুদান সমিতির বর্তমান সভাপতি ডা. এইচ কবিরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি স্বীকার করেন যে, অভ্যন্তরীণ কিছু সমস্যার কারণে কাজ শুরু করতে দেরি হচ্ছে। তবে কিছুদিনের মধ্যেই কাজ শুরু হবে। কি সমস্যা? জানতে চাইলে তিনি বলেন 'তেমন কিছু না। এই সামান্য কিছু সমস্যা।'

সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদের সভাপতি আনওয়ার আল ইমনের সঙ্গে কথা বললে তিনি জানান, 'এই বিষয়টি চক্ষুদান সমিতি দেখছে এবং তারাই সব জানে।' কোনো ধরনের দুর্নীতি হচ্ছে কি না জানতে চাইলে তিনি জানেন না বলে জানান। অথচ জমির অর্ধেক মালিকানা সন্ধানী কেন্দ্রীয় পরিষদের এবং এই বিষয়টি তাদের দেখা উচিত বলে জানান, সন্ধানী ময়মনসিংহ ইউনিটের একজন সদস্য।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক চক্ষুদান সমিতির একজন কার্যনির্বাহী সদস্য জানান, 'সমিতির প্রভাবশালী ব্যক্তি ডা. রকিব চান ভবন নির্মাণের কাজ অ্যামিকাস বিল্ডার্স পাক। কিন্তু অন্যরা চায়, নিয়মানুযায়ী টেন্ডার ড্রপের মাধ্যমে কাজ শুরু হোক। এ নিয়ে দুই গ্রুপের মধ্যে দ্বন্দ্বের কারণে কাজ স্থগিত আছে।' উল্লেখ্য অ্যামিকাস বিল্ডার্সের মালিক জোট সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি ডা. রাকিবের দেশের বাড়ি বগুড়া জেলায়।

রাজু আহমেদ

রপ্তানি পণ্য তালিকায়

হ্যাচিং ডিম

বাংলাদেশের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্য তালিকায় নতুন একটি পণ্য যোগ হয়েছে। পণ্যটি হলো ফার্মের ডিম। কাজী ফার্ম লিঃ থেকে এ মাসে ২.১৭ লাখ ডিমের একটি চালান সৌদি আরবে পৌঁছেছে। এই ডিমের দাম প্রায় ২.১৫ কোটি টাকা। বাংলাদেশ থেকে যে ডিমগুলো সৌদি আরব গেছে সেগুলো হ্যাচিং বা ফুটানো ডিম। এই ডিম ফুটলে ব্রয়লার বাচ্চা পাওয়া যাবে। এ প্রসঙ্গে কাজী ফার্ম লিমিটেডের ম্যানেজার (সেলস এন্ড মার্কেটিং) মোঃ সেলিম কাওসার সাপ্তাহিক ২০০০কে বলেন, 'আগে আমরা এই ডিম আমদানি করতাম। বাংলাদেশের সব হ্যাচিং প্রতিষ্ঠান হল্যান্ড, যুক্তরাজ্য, ইন্ডিয়া, থাইল্যান্ড, ফিলিপাইন থেকে এই ডিম আমদানি করতো। এখন আমরাই এই ডিম রপ্তানি করতে পারছি।

শুধু সৌদি আরব নয়, সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকেও কাজী ফার্ম ডিম রপ্তানির কার্যদেশ পেয়েছে। সৌদি আরবে প্রতি সপ্তাহে ২ লাখ ১৭ হাজার এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে ১ লাখ ২৫ হাজার ডিম পাঠাতে হবে।

মোঃ সেলিম কাওসার বলেন, 'মধ্যপ্রাচ্যে ব্রয়লার ডিমের চাহিদা সবচেয়ে বেশি। এসব দেশ চেষ্টা করলে বাংলাদেশ আরো বড় বাজার ধরতে পারবে। 'তিনি বলেন', হ্যাচিং ডিম রাপ্তানির ক্ষেত্রে ভারত ও পাকিস্তান ইনটেনসিভ দিচ্ছে। আমরা সরকারের কাছে ৩০% নগদ সহায়তা চেয়েছি। সরকার আমাদের সুযোগ-সুবিধা দিলে এ দেশ থেকে আরো বেশি পরিমাণ ডিম রপ্তানি করা সম্ভব।'

আসাদুর রহমান

ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন

পত্র মিতালীতে ইচ্ছুক- ঢাকার কলেজ/বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েরা লিখ। - রনি, বক্স নং- ৩২০, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০।

***

একটি সুন্দর মনের অপেক্ষায় জীবনের ৩৫টি বসন্ত কেটে গেছে। এখনও তার দেখা মেলেনি। বরাবরের মতো এ বসন্তেও একটি সুন্দর মনের অপেক্ষায়। ২৫/৩০ বছরের সংস্কৃতিমনা মেয়েরা লিখুন। - দেলোয়ার, বক্স নং-৩৩১, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা। ইমেইল- deluar2001@yahoo.com.

***

পাত্রী চাই, রুচিশীল প্রকৃত সুন্দরী পাত্রীর প্রয়োজন। অর্থনৈতিকভাবে অসচ্ছল ফ্যামিলিতেও কোনো আপত্তি নেই। পাত্র'র জাপানে নিজস্ব ব্যবসা আছে। বিয়ের তিন মাসের মধ্যেই পাত্রীকে জাপানে নেয়া হবে। প্রকৃত আগ্রহীরা ছবি ও ঠিকানাসহ যোগাযোগ করুন। গোপনীয়তা ১০০%। প্রয়োজন না হলে ছবি ফেরতযোগ্য। - বক্স নং-৩৩৯, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬/৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

চাকরিজীবী ব্যাচেলর। মুক্তমনের মেয়েরা লিখতে পারেন। - শিপন, বক্স নং-৩৩৮, সাপ্তাহিক ২০০০, ৯৬-৯৭ নিউ ইস্কাটন রোড, ঢাকা-১০০০

***

গ্রিস প্রবাসী হিন্দু পাত্রের জন্য সুন্দর মনের শিক্ষিতা পাত্রী প্রয়োজন। পাসপোর্ট সাইজের ছবি, ফোন নম্বর ও তথ্যাদিসহ লিখুন। - Babul, Adonidos-4-A, T.K. 11523, Athens, Greece.